দৈনিক বাংলা

তারিখ 27/11/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

214

পানির উৎস— ফসলের প্রাণ

ক্ষেতের ফসল কিংবা বাগানের ফুল-ফল পেতে হলে কতকগুলি পূর্বশর্ত পূরণ করতেই হয়। প্রথমেই আসে চাষ-বাদ অর্থাৎ মাটি ফুল-ফসলের চাষের উপযোগী করে তোলার ব্যাপার এবং পরে বীজ বপন বা চারা রোপণের প্রশ্ন। জমি শুকিয়ে গেলে—মাটিতে কোনো রস না থাকলে হাল চালানো যায় না; বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হলেও, সে সবের বেঁচে থাকার এবং বড় হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কমই। মাটি যত উর্বরাই হোক, তার গভীরে যদি রস না থাকে, পানির অভাবে মাটি শুকিয়ে কঠ হয়ে যায়, তাহলে সেই মাটিতে আর তেমন ফসল ফলে না, এমন কি অংকুরোদ্গমও কঠিন হয়ে পড়ে। মাটি নরম আর উর্বরা রাখার জন্যেই দরকার জমিতে পানি সিঞ্চন—তা সে বৃষ্টির পানিই হোক আর সেচের পানিই হোক। এক কথায় বলা যায়: জমিতে পানি সেচ চাষ-বাদের প্রধানতম পূর্বশর্ত এবং বীজ বপন বা চারা রোপণের পরও এই সেচ অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। কেননা, সময়মতো এবং প্রয়োজন মাফিক পানি না পেলে বীজের অংকুরোদ্গম হয় না, চারা বাড়ে না এবং ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই শুকিয়ে মরে।

শুধু যে গ্রীষ্মকালেই জমিতে পানি সেচ করা দরকার তা-ই নয়, কম-বেশি সব ঋতুতে এবং মৌসুমেই ফসলের ক্ষেতে সেচ করতে হয়। কেননা, পানি বিহনে ফসলের প্রাণও বাঁচে না। এই হেমন্তকালেও যে সেচের অভাবে জমির ফসল মারা যায়, এ তো আমাদের অভিজ্ঞতারই অন্তর্গত। সংবাদপত্রের পাতায় নজর বুলালেও চোখে পড়বে সেচের অভাবে দেশের অনেক এলাকায়ই জমির ফসল শুকিয়ে যাবার খবর। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত গতকালের এক খবরেই বলা হয়েছে: ঐতিহাসিক চলন বিলের উত্তরাঞ্চলীয় উঁচু এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার একর জমিতে অনাবৃষ্টি এবং সেচের অভাবে রোপা ধান ধ্বংসের পথে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে: উল্লিখিত এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়ন রোপা ধানের জমিতে পানির তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিকটস্থ নালা-ডোবায় পর্যাপ্ত পানির কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে এই অঞ্চলের রোপ ধানের সম্ভাবনাময় উৎপাদন সার্বিকভাবে অনিশ্চয়তায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এমন কি ফসলী মাঠ ইতিমধ্যেই ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আলোচ্য খবর দুটো একথাই বলতে হয় যে, এই হেমন্তে—শীতের প্রাক্কালেই যখন বৃষ্টি ও সেচের অভাবে মাটি ও ফসলের ক্ষেতের এ অবস্থা, তখন গ্রীষ্ম-কালের পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য ব্যাপারটা শুধু অনুমানেরই নয়, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও অন্তর্গত বটে, গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাত না হলে—প্রচন্ড খরা দেখা দিলে কি অবস্থা ঘটে, চাষ বাদ কিভাবে ব্যাহত হয় এবং ক্ষেতের ফসল মার খায় তা আমরা সম্প্রতিককালেও দেখেছি, হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করেছি।

গ্রীষ্মকালই হোক, আর শীতকালই হোক—চাষাবাদ করতে হলে—ক্ষেতের ফসল পেতে হলে—উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হলে জমিতে পানি সেচ ছাড়া গত্যন্তর নেই। শুধু প্রকৃতির করুণার ওপর নির্ভর করে—বৃষ্টিপাতের আশায় বসে থাকলে যে কি অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়, তা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেও বলা যায়। প্রকৃতির ওপর মানুষের কোনো হাত নেই, প্রকৃতি কখন সদয় হয়ে বৃষ্টি ঝরবে কিংবা কখন খরার প্রচন্ডতায় আবির্ভূত হবে—তা বলা কঠিন। সুতরাং, সেচের পানির জন্যে একান্তরূপে প্রকৃতির করুণার ওপর নির্ভর করে বসে থাকা বোকামিরই নামান্তর। বস্তুত, উদ্যোগী হয়ে নদী-নালা, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর, খানা-ডোবা ইত্যাদি সংস্কার করে—এসব পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা নিলে সেচের পানির এমন অভাব হওয়ার কথা নয়, আর প্রকৃতির করুণার ওপর নির্ভরশীলতা পরিহারও অনেকখানিই সম্ভব। কখন বৃষ্টি হবে আর কখন হবে না—এর যখন কোনো নিশ্চয়তা নেই, তখন পানির উৎস বাড়ানো—পানি ধরে রাখার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলাই একান্তরূপে অপরিহার্য। পরিতাপের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারটিই অতীতে অবহেলিত হয়েছে, এবং এর অপরিহার্যতাও তেমন উপলব্ধ হয়নি। ফলে, নদী-নালা, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর, খানা-ডোবা ইত্যাদি খননেরও তেমন কোনো ব্যাপক ও পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এসব কারণেই আমাদের এই নদীমাতৃক দেশেও সেচের পানির অভাব—এমন কি খাওয়ার পানিরও অভাব এবং সংকট লেগেই আছে।

অথচ একটু উদ্যোগী হয়ে নদী-নালা, দীঘি-পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদি সংস্কারের ব্যবস্থা এবং নতুন খাল খননের প্রচেষ্টা নিলে পানির উৎস বৃদ্ধি পেতে পারে, বাড়তে পারে আমাদের পানি-সম্পদ। আর সে ক্ষেত্রে সেচের পানির তো কোন অভাব হওয়ারই কথা নয় গত গ্রীষ্মের নজির-বিহীন ভয়াবহ খরা, আর এই হেমন্তের অনাবৃষ্টি জরুরী ভিত্তিতে খাল খনন এবং সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার দিকটিই নতুন করে তুলে ধরছে। চাষ বাদ যাতে সেচের অভাবে ব্যাহত না হয়, উৎপাদন মার না খায় সেজন্যেই দরকার সেচের ব্যাপারে নিজস্ব ও আত্মনির্ভরশীল ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই প্রয়োজনীয়তার ওপর বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও জোর দিয়েছেন, তাঁরও অনেকেই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে খাল ও ভূগর্ভস্থ পানি থেকে ব্যাপকভাবে সেচ কাজ পরিচালনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও গণনীতির প্রফেসর এবং পানি-সম্পদ ও সমুদ্র-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডঃ রজার রেভেলীও বলেছেন যে, ব্যাপকভাবে খাল খনন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মৌসুমের পানি সংকট মোকাবিলার জন্য ব্যাপকভাবে নলকূপ এবং গভীর নলকূপকেও কাজে লাগাতে হবে। শুকনো মৌসুমের জন্য পানির ভূগর্ভের মওজুত বাড়াবার জন্য তিনি প্রধান প্রধান নদীতে গর্ত খোঁড়ারও পরামর্শ দেন

বিশেষজ্ঞদের এইসব অভিমত এবং পরামর্শের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। খাল খনন এবং নদী-নালা ইত্যাদি সংস্কার করে যেখানে পানির উৎস বড়ানো সম্ভব এবং প্রকৃতির করুণার ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করাও একেবারে কঠিন নয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে পানি ও সেচের অভাবে চাষাবাদ ব্যাহত হত কিংবা ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে যেতে দেয়া শুধু নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক নয়, আত্মপ্রবঞ্চনারও শামিল। খাল খনন, নদী-নালা সংস্কার ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং কারিগরি দক্ষতা ও সরঞ্জামাদির অভাব আমাদের যথেষ্ট আছে, একথা সত্য কিন্তু আমাদের রয়েছে বিপুল জনসম্পদ ও শক্তি। এই শক্তিকে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ করে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগালে খাল খনন, নদী-নালা, দীঘি-পুকুর, খানা-ডোবা ইত্যাদি সংস্কারের কর্মসূচী বাস্তবায়ন কঠিন কিংবা অসম্ভব নয়। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এবং 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের দেশের জনগণই এর অনেক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সুতরাং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশে খাল খননের যে ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন এবং স্বেচ্ছাশ্রমে এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন কঠিন নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে এবং জনপ্রতিনিধিরা ও বিভিন্ন মহল এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শপথও গ্রহণ করছেন। বস্তুত, এই কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে জনগণকে তথা দেশের প্রতিটি মানুষকে স্বেচ্ছাভিত্তিতে এই কাজে অংশ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই কর্মসূচী সফল করে তোলা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। কেননা, সেচের পানির যাতে অভাব না হয়, গ্রীষ্ম-শীত নির্বিশেষে সব মৌসুমেই সেচ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যায়, তা নিশ্চিত করা চাষাবাদ এবং উৎপাদন বাড়ানোরই অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। আর সেজন্যেই দরকার খাল খনন, নদী-নালা ইত্যাদির সংস্কার। এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে চাষাবাদ আর ক্ষেতের ফসলের পরিমাণ বাড়ানোর পথই শুধু প্রশস্ত হবে না, মৎস্য চাষ এবং উৎপাদন বাড়ানোর পথও প্রশস্ত হবে। আর আমাদের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্যে, আমদানীর ওপর নির্ভরশীলতা পরিহারের জন্যে ক্ষেতের ফসল এবং জলের শস্য—দুই-ই বাড়ানো অত্যাবশ্যক।

—পর্যবেক্ষক